হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

কোন কাননের ফুল...

কাল সারারাত তোমায় স্বপ্ন দেখে সকালে যখন জেগে উঠি তখনও আমার চোখ ছিল স্বপ্নালু। ছোট ছোট স্বপ্নগুলো লুকোচুরি করছিলো আমার স্মৃতির সরোবরে। দৃষ্টি সরোবরের সেই শান্তির জলরাশিতে তুমিই ছিলে আমার নীলপদ্ম।

রোদ্দুর ভরা স্বপ্নমাখা সকালটা ঝলমল করে উঠল তোমার নিষ্পাপ হাসির মতো। আমি রাতের স্বপ্নের কথা আনমনে ভাবছিলাম আর একা একা মিটিমিটি হাসছিলাম। কিভাবে যেন সদ্য ফোটা গোলাপগুলো আমার স্বপ্নের কথা জেনে গেল। হয়তো ভোরের হিমেল বাতাসের কাছে। জান ওর মধ্যে যে ফুলটা সবচেয়ে সুন্দর সেই বোকা ফুলটা তোমার রূপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার দুঃসাহস দেখাল, সঙ্গে সঙ্গে ভোরের পাখিরা একযোগে কলতান করে তার প্রতিবাদ জানাল। ঝলমলে রোদ্দুরটা মেঘের পর্দায় নিজেকে লুকিয়ে মুচকি হেসে নিল। লজ্জা পেল 'ফুলদের রানী'। লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের হার স্বীকার করে নিল সে। সান্ত্বনা দিলাম বোকা ফুলকে। বললাম "তোমার কাছে হারার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। সুন্দরের প্রতিভূই তো তুমি।"

শেষ রাতের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদকে প্রশ্ন করলাম, নভোমন্ডল কি ভূ-মন্ডলে তোমার মতো সুন্দর কেউ আছে কি? চাঁদ জবাব দিল, তার প্রিয়তমার দোহাই দিয়ে 'নেই'। আমি প্রশ্ন করলাম, ভোরের স্নিগ্ধতাকে তোমার থেকে স্নিগ্ধ কিছু নাকি? স্নিগ্ধতা গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল তার সব কিছুর উৎসই তো তুমি। উৎসের সঙ্গে কি কখনও তুলনা চলে? তুমি কে? শাজাহানের মমতাজ নাকি রোমিওর জুলিয়েট, নাকি অন্য কারো মানসী? আমি হয়তো আগে কোথাও তোমাকে দেখে থাকবো যেমন দেখেছি আজকের স্বপ্নের মাঝে। আগন্তুক তুমি, তবু কেন জানি তোমাকে পর মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে অতি আপনজন। মনের আপন খেয়ালে একে যাওয়া বাস্তবের অতি আপনজন। পাওয়া না পাওয়ার সীমানায় এক দুর্বোধ্য কুহেলিকা। সবাই আমাকে পাগল বলে, অপরাধী বলে, একবার তাদের প্রতি আমার এ ফরিয়াদ তোমরা জিজ্ঞেস কর তাকে হে নারী, তুমি এত রূপসী, এত সুন্দরী এত লাবণ্যময়ী কেন? একই অঙ্গে এত রূপ এটা কি কোনো অপরাধ নয়? অপরাধ কি শুধু সে রূপের পূজারীর? রূপের নয়? আচ্ছা বাদ দাও ওইসব যুক্তির বেড়াজালে আটকানো হতভাগা মানুষদের কথা। এই তুমি তোমার সামনে কালের আয়না রাখছি। তুমিই বিচার করো। নিজেকে আয়নায় দেখে বুঝতে পারবে এত রূপসীকে চাইবার জন্য সবাই উৎসুক থাকতে বাধ্য। আমি জানি, এতে কারো কোন অপরাধ নেই। ফুলের দিকে যার চোখ নেই তারাই কাঁটার আঘাতের ভয় করে।

রেজওয়ানুল হক শোভন
১৫/১, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা

হৃদয়ের করুণ আর্তি

গতিশীল জীবনের এই বর্ণিল সময়ে এসে আজ নিজেকে বড় দুঃখী, একাকী ও অসহায় মনে হচ্ছে। তোমাকে যেদিন শেষবার দেখেছি সেদিন থেকেই কষ্টের সঙ্গে আমার বসবাস। আর কোনো মেয়েকে হয়তো আমি ভালোবাসতে পারবো না। এজন্য বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত আমার হৃদয় এক পরাজিত সৈনিকের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আজ উপলব্ধি করেছি যে, ভালোবাসার আগুন চিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর। চিতা তো একবার জ্বলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসার আগুন সারা জীবন হৃদয়কে পুড়িয়ে খায়। যেখানেই থাকো সুখে-শান্তিতে ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বর্ণিল জীবন গড়ে তোল— এ আমার কামনা। আর এটুকু মনে রেখো, আমার এ পোড় খাওয়া হৃদয় মৃত্যুর পরে হলেও তোমাকে পাওয়ার আশায় প্রহর গুনছে। আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করো।

নূর হোসেন (রাজিব)
জি-ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম

ফিরে এসো শুদ্ধ হয়ে

আমি, ভালোবাসাহীন শরীরের কোনো মূল্য নেই, তেমনি শরীরবিহীন ভালোবাসাও। দুটোর সমন্বয়েই দাম্পত্য জীবন। ভালোবাসাহীন শরীর তো বেশ্যাদের কাছে পাওয়া যায়। এবং সেটাই যদি মুখ্য হতো তাহলে মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো না। আবার শুধু ভলোবাসায় দাম্পত্য জীবন নয়, বিধাতা মানুষকে জৈবিক ক্ষুধাও দিয়েছেন। দিয়েছেন বৈধপন্থায় বিবাহও। সেই বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে দেহ ও মন দিয়ে স্বীকার করে নেওয়া। যার ফলশ্রুতি আমাদের জন্ম।

অমি, বছর দুয়েক আগে এই আমি হ্যাঁ, এই সাপ্তাহিকে এই বিভাগে হৃদয় জানালায় 'একা নই অথচ একাকী' শিরোনামে একটা লেখা লিখেছিলাম বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়। বক্স আইটেমের সেই লেখার অনেক কথার ভেতর এমন একটি লাইন ছিল... অ্যাই মিলন, মিলন, আমার হাত ধরো, স্বর্গে নিয়ে যাও। তুমি কি সেই? যে আমার নাম ধরে বলবে এমনটি। অথচ একি হলো? সেই কি-না?... আমার বুকে মাথা রেখে নিশিথ রাতে অন্য নামে ডাকে? কে এই মোখলেছ? ভুল, ভুল, সবই ভুল। কিন্তু একবার, দু'বার, তিনবার বারবার কেন? শেষ পর্যন্ত তুমি ধরা দিলে? স্বীকার করলে? অথচ সেই ভুল? বড় বোনের বাসায় থেকে তার সঙ্গে প্রেম করলে, তাকে মনও দিলে? বিয়ের কথাবার্তাও হলো। সে হঠাৎ করে অন্য মেয়ে বিয়ে করলো। আর তুমি আমাতে বিবাহ বসলে। এটা কি জৈবিক ক্ষুধায়? অমি, তাই যদি না হবে তাহলে কেন তুমি মধ্যরাতে, দিনে হঠাৎ হঠাৎ আমাকে কেন মোখলেছ নামে ডাকো? ও নাম জপতে জপতে যদি তোমার রক্ত-মাংসে, হৃদয় গহিনে মিশে গিয়ে থাকে তাহলে কেন কবুল পড়লে? আমার কি ছিল অপরাধ? আর সেই মানসিক কষ্টে, শুধু তোমার জন্যে আজ সবার থেকে আলাদা, অপরিচিত স্থানে একাকী? স্বইচ্ছায় নির্বাসিত। তোমাকে ভুলতে। যত ভাবি ভুলবো, ততোই মনে পড়ে। মানুষের জীবন তো একটাই, বিয়েও একটা। সুখে থেকো। দাম্পত্য জীবনের প্রথম ভালোবাসা দিবসে শুদ্ধ হয়ে ফিরে আসবে এ প্রত্যাশায়।

মিলন, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম

চিরকুট

আমি বড় একা

একুশটি বসন্ত পার করে চৈত্রের খরতাপের নিচে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে আমি বড় একা। এই পৃথিবীর সুদৃশ্য ফুলগুলো এখন আমার চোখে কন্টকময়, কেননা বিষাদের পর্দা আমার চোখে। জীবনের এত বড় পথ চলতে চলতে আজ আমি রাস্তা বিস্মৃত হয়েছি। আমার এই দুঃসময়ে এমন কেউ আছো কি যে, ভালোবাসায়, মমতায়, বন্ধুত্বতায়, হৃদয়ের একাত্মতায় আমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে। আমার আহ্বান রইল তোমার জন্য।

মোঃ মেহেদী হাসান, টি.এফ. কানেকশান
বর্ণালী মোড়, রাজশাহী

সুন্দর মনের বন্ধুর প্রত্যাশা

ক্ষণস্থায়ী এ মানব জীবনে বন্ধু পাওয়া যায় অনেক, তবে সুন্দর মনের বন্ধু তেমন একটা পাওয়া যায় না। সুন্দর মনের বন্ধু পেলে জীবন হয়ে ওঠে সার্থক ও পরিপূর্ণ। বন্ধুবিহীন জীবন কতটা দুর্বিষহ ও যন্ত্রণাদায়ক তা কেবলমাত্র আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি। কারণ আমি নিঃসঙ্গ ও সম্পূর্ণ একা। একাকীত্ব ঘোচাতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন নির্ভেজাল ও পবিত্র মনের একজন বন্ধু। আমি মনে প্রাণে চাইছি স্বার্থের এই পৃথিবীতে খাঁটি মনের একজন বন্ধু। জি, হ্যাঁ এমন একজন বন্ধু চাই যে শুধু মাত্র আমার বন্ধু হয়ে চিরকাল আমার পাশে থাকবে। যার মনে থাকবে না ছলনা কিংবা প্রতারণার ছাপ। এই যে আপনি? হতে পারবেন কি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত মনের বন্ধু? অতিসত্বর সুন্দর মন নিয়ে লিখুন।

Md. Mostofa (Rony), P.o. Box No- 22044,
Safat. 13081, Kuwait

কথা দিলাম

আমি ২১ বছরের একজন নিঃসঙ্গ যুবক। আমার ভালো সময় কাটাবার জন্য চাই ভালো বন্ধু, যার কথাবার্তায়, চিঠিতে আমার মন ভালো হয়ে উঠবে। এবার আমি এইচএসসি পাস করলাম। আশা আছে ভালো কোথাও ভর্তি হবার কিন্তু বইয়ে একদম মন বসে না। প্রত্যাশিত কেউ থাকলে সানন্দে লিখতে পারো। উত্তরের বিনিময়ে পাবে প্রতি উত্তর, কথা দিলাম।

রাহাত, বাসা নং ৩৫/৩, (২য় তলা)
উত্তর গোলাপবাগ, বিশ্বরোড, ঢাকা-৩

বঞ্চিত

পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে সবল দ্বারা দুর্বল হচ্ছে নির্যাতিত। জীবন ও সভ্যতার অনেক পরিবর্তন এলেও মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। একই দেশের নাগরিক হয়ে তাইতো আমাদের সংখ্যালঘু, আদিবাসী বা উপজাতি হয়ে সংখ্যাগুরুদের দ্বারা হতে হয় নির্যাতিত। আবার কখনও শুধু লিঙ্গের ভিন্নতার কারণে সমাজ, পরিবার বা অন্য কোথা থেকেও হতে হয় বঞ্চিত, অপমানিত বা নির্যাতিত। হোক না সেটা মানসিক, শারীরিক বা অন্য কোনো উপায়। আমি সমাজের উচ্চস্তরের বা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নই যে, অন্তত পত্রিকায় একটা কলাম লিখে এর প্রতিবাদ করব। তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে এরূপ ভুক্তভোগীদের মনের কষ্টের একটা অংশ উপলব্ধি করতে পারি। অনেক সময় এরূপ হয় যে, নিজের কষ্টের কথা বা মনের দুঃখ কাউকে বলার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কাউকে খুলে বলতে পারলে নিজেকে কিছুটা হলেও হালকা মনে হয়। হ্যাঁ, যেকোনো বয়সের যে কেউ অন্তত বন্ধু হিসেবে বলতে পারেন। কারণ পৃথিবীতে একমাত্র বন্ধুত্বের মতো স্বার্থহীন এবং আপন অন্য কোনো দ্বিতীয় সম্পর্ক কি আছে?

আতিক, ২৪-উদয়ন, (কামালী হাউস), পঞ্চম ইউনিট, ইলাসকান্দি
খাসদবীর, সিলেট-৩১০০, E-mail : xyz33@bdchat.com

তুমি হবে কি তাই

ছিলাম তিন বন্ধু। ছিলাম ঠিক বলবো না, এখনও আছি। তবে আগের মতো নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হই তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এক সঙ্গে থাকবো। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রেমিকা জুটিয়ে নিল বন্ধু পলাশ। রইলাম দুইজন। অনেক দেরিতে হলেও বন্ধু ইউসুফের মনে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। ইদানীং রুমমেট উচ্ছাস সাপ্তাহিক ২০০০-এ লেখা ছেপে বন্ধু জোগাড় করেছে প্রচুর। নিঃসঙ্গ এই জীবনে কি মনের মতো খুঁজে পাবো না কাউকে? মনের এই বন্ধ দরজা খুলতে কি আসবে না কোনো রাজকন্যা। নাহ্ ভয় নেই, প্রেমিকা হতে বলছি না। অত্যন্ত কাছের নির্ভেজাল বন্ধু তো অন্তত হতে পারবেন। বন্ধুত্বের আহ্বান জানিয়ে লিখুন।

নাহিদ, ২য় বর্ষ (মাৎস্য বিজ্ঞান),
৪৪০/ডি, শহীদ শামসুল হক হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ, মোবাইল : ০১৭-৪৮৯২০১

কে হবে বন্ধু আমার

জীবনের অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। এই পথ পেরোনোর মাঝে অনেক কিছু পেছনে ফেলে এসেছি। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি আবার অনেক কিছু পাইনি। এই না পাওয়ার মধ্যে একটি হলো পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া। ছাত্র জীবনে বন্ধু সবারই থাকে। আমারও ছিলো এবং আছে। নেই শুধু পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া। এই পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া পেতে বা বন্ধুত্বের রঙ দেহে মাখার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর আশ্রয় নিলাম। কেউ কি দেবে আমার দেহে বন্ধুত্বের রঙ মেখে বা বন্ধুত্বের চাদর পরিয়ে? স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে যে কেউ যে কোনো জেলা সদর থেকে লিখতে পারো। বন্ধুত্বের গালিচা বিছিয়ে রাখলাম তোমাদের জন্য। 'তবে বন্ধু নৌকা ভিড়াও মুছিয়ে দেবো দুঃখ জ্বালা।'

রোমিও, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হোটেল
পানামা, সদর রোড, পটুয়াখালী-৮৬০০

স্বপ্নলোকের চাবি

দূর বহুদূর থেকে নীলখামে লেখা
একখানা চিঠি, আমায় ব্যাকুল করে তুলবে
মনে হবে, কতদিন ধরে আমি তার চিঠির অপেক্ষায়।
সেই অপরিচিতার চিঠি আমার হৃদয়ে
এক অজানা আলোড়ন সৃষ্টি করবে।
দূরে থেকেও মনে হবে, অতি সন্নিকটে সে।
তার চিঠি তার লেখা, তার ভাষা
আমার কাছে হবে এক পরম পাওয়া।
থাকবে না কোনো ছলনা, প্রতারণা
থাকবে শুধু স্নিগ্ধ কোমল ভালোবাসা।
মাঝে মাঝে কিছুটা রাগ, কিছুটা অভিমান
হয়তো হবে আমাদের মাঝে
তবুও কোনো মতে হবে না যে
কখনো সম্পর্কের ইতি।
কে? কে হবে আমার সেই স্বপ্নলোকের চাবি,
যারে আমি খুঁজি...

হৃদয়, প্রযত্নে : শাহজাহান আলী
বালুয়াভাটা, বদরগঞ্জ, রংপুর-৫৪৩০

চিরকূট

বন্ধুত্বের চেতনায়

এই অবনীতে বন্ধুত্ব চমৎকার সম্পর্ক, যা চিরদিন অম্লান থাকে। তবে টিকিয়ে রাখা কঠিন, মনের বন্ধু পাওয়া আরো জটিল। মন তার আপন মহিমায় খুঁজে এমন বন্ধুকে যার মাঝে আছে আন্তরিক গভীর বোধ। ২০০০-এ আমার লেখা ছাপার পর অনেকেই লিখে আবার হারিয়ে গেল। আসলে যান্ত্রিকময় জীবনে প্রকৃত বন্ধু চাওয়াও বোকামি। আশারা বিশ্বাস করে হয়তো আশাহত হয়। তাই নিঃসঙ্গতা ভিড় জমায় জীবন আঙ্গিনায়।

রিম্পা, চট্টলা

মিরপুরের পারু আপনাকে

গত ৪র্থ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২০০০-এ আমার একটি লেখা ছাপা হয়। সেই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকানাবিহীন একটি চিঠি আমার হস্তগত হয়। চিঠি পাওয়ার পর উত্তর দেয়ার বাসনা থাকলেও হয়ে ওঠেনি ঠিকানা না থাকায়। তাই প্রেরিকা পারুকে বলছি ঠিকানাসহ লিখুন।

M.Z. Islam Mithu, Trappegavl-7-2nth
2700 Brqnshqj, Denmark

বন্ধু-বান্ধবীর প্রত্যাশায়

জীবনে চলার পথে কত মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু পরিচয় হয় ক'জনার সাথে? আর যাদের সাথে পরিচয় হয় তাদের মধ্য থেকে বন্ধুত্ব হয়ই বা ক'জনার সাথে! নিশ্চয়ই সে সংখ্যাটা সীমিত, তাই নয় কি? কিন্তু সংখ্যায় সীমিত হলেও জীবনে বন্ধুর বড় প্রয়োজন, যার সাথে ভাগ করে নেওয়া যায় দুঃখ কষ্ট হাসি-কান্না। যাকে বলা যায় নিজের অব্যক্ত কথা। আর আমি ঠিক তেমনি একজন বন্ধু বা বান্ধবীর খোঁজ করছি সাপ্তাহিক ২০০০-এর চিরকূট বিভাগের মাধ্যমে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বান্ধবীরা লিখতে পারেন খোলা মন নিয়ে। উত্তরের নিশ্চয়তা ১০০%।

রৌদ্র, ১২৭ জিয়া হল, ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

বড় একা আমি

অনেক দিনের স্বপ্ন আমার বন্ধুত্ব করবো পত্রের মাধ্যমে। কিন্তু সেই রকম বন্ধু আজও আমার চোখে পড়েনি, তাইতো আমি এখন আমারই আছি। কেন থাকবো না বলুন? কারণ আমি ছেলেদের বিশ্বাস করি না, ওরা প্রতারক তাই। যদিও আমি প্রতারিত হইনি। তবু ওদের প্রতি আমার এই ধারণা, সব জানার পরও আমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু চাই। যার কাছে প্রতারিত হবার কোনো প্রকার আশা নাই। যে আমার একাকীত্ব ঘোচাবে। কারণ জীবনের সৈকতে বড় একা, বড় একা আমি। তাই বলছি যে কোনো বয়সের ছেলেরা আমার কাছে লিখুন। তবে অবশ্যই তাকে সুন্দর মনের হতে হবে। আমি নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের প্রত্যাশী। দয়া করে কেউ মন ভাঙার মত জঘন্য কাজ করবে না আশা করি। উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

মূর্ছনা, প্রযত্নে : মঞ্জুরুল হক, ১২-ডি
১৯-৩৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সাহসী সঙ্গী চাই

যৌবনের সোনালি মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করতে একজন বন্ধু প্রয়োজন। আমার আছে কিছু উদাসী সকাল, ক্লান্ত দুপুর আর একাকী বিকেল। এই সকাল, দুপুর আর বিকেলগুলোকে কথায় কথায় ভরিয়ে তুলতে চাই। আমি চাই গতিময় পথচলা। চাই পাখির কলকাকলী মুখর পথের পথিক হতে। অপেক্ষায় আছি কোনো এক স্বপ্নিল গন্তব্যের। জীবনের এই ধূসর শূন্যতায় তাই আজ দু'চোখ খুঁজে ফেরে একটি নতুন মুখ। এমন কাউকে খুঁজছি যে হবে আমার সেই গন্তব্যের সাহসী সঙ্গী। গতানুগতিক জীবনের বাইরে নতুনত্বে যাদের বিচরণ সেই সব স্মার্ট এবং শিক্ষিত মেয়েরা মুক্ত মন নিয়ে যোগাযোগ করো।

সৌরভ, Mobile-017-392699
E-mail-Karimmyk@bangla. net

কাব্যের স্পর্ধায় স্বপ্ন দেখি...

খুব ছোটবেলা থেকেই একা একা নিভৃতে চলার রোগ আমার। তারপর বয়স যখন আরো একটু বেড়ে পরিণত বয়সের দিকে এগোতে লাগলো তখন আমি নিজেই নিজের দাসত্ব গ্রহণ করলাম। অবশ্য সঙ্গী হিসেবে পেলাম মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কবিতার পঙক্তিগুলোকে, যারা একটু একটু করে বেরুতে লাগল আমার একাকীত্বকে সঙ্গ দেবার জন্য। সেই থেকে এখন আমি কাব্যের গোলাম। শুধু কি কাব্য! আস্তে আস্তে কাব্যের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পেলাম হরেক রকম ছন্দের ছড়া, গল্প, উপন্যাসকে। যারা এখন আমার প্রতিনিয়ত বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। আমার আনন্দ বেদনার এই ছোট্ট পৃথিবীতে যদি কেউ নিঃস্বার্থভাবে বন্ধুত্বের শিখা জ্বালায় তাহলে আমি তাকে উৎসর্গ করবো আমার স্বপ্নগুলোকে। বন্ধুত্বের মর্যাদা দেবো ১০০% ভাগ-পুরোপুরি। (অবশ্যই সংস্কৃতিমনা হতে হবে)। অসুস্থ প্রতিযোগিতায় যখন দেখি মানুষ নিজেই নিজের কাছে পরাজিত হয় তখন বড্ড খারাপ লাগে। মিথ্যে আভিজাত্যের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে চলুন আমরা সবাই সবার সাথে হৃদ্যতা গড়ে তুলি। সৃষ্টির উল্লাসে উদ্ভাসিত করি চারদিক এই প্রত্যাশায়...

ইব্রাহীম হোসেন রানা, ২৮৮/১ মুরাদপুর
হাজী লাল মিয়া, সরকার রোড, জুরাইন,
ঢাকা-১২০৪

কেউ লিখবেন কি?

এমন কি কেউ আছেন যে লিখতে পছন্দ করেন, অথচ লেখার কেউ নেই? তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে বলছি, লিখুন যে কোনো কথা।

আসিফ, অফিসার্স ডরমেটরি, পোস্ট :
রামপাল, জেলা : বাগেরহাট

সুন্দর একজন বন্ধুর প্রত্যাশায়

বন্ধু তো সেই জন যে ধারণ করবে বন্ধুর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। বন্ধুর বিপদে যে বন্ধু পাশে দাঁড়ায়, বন্ধুর সাফল্যে যে গর্বিত হয় সেই প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুত্ব মানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা, গলায় গলায় গান ধরা। বন্ধুত্ব দু'একটি সংলাপের সস্তা সম্পর্ক নয়। ভালোলাগা, বিশ্বস্ততা আর আন্তরিকতার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া এক ফালি রোদ, এই তবে বন্ধুত্ব। আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। নির্মল বন্ধুত্বের প্রত্যাশায় রইলাম।

রাহুল, রাজমীন আলম, পশ্চিম কাউনিয়া
বরিশাল

এক জীবনের চাওয়া পাওয়া

আমি জীবনে তেমন কিছুই চাই না। কারণ মানুষ চাইলেও অনেক কিছু পায় না। এক জীবনে সব আশা পূরণও হয় না। যা চাই তা হল একজন জীবনসঙ্গী। কিন্তু এখনো কেউ এলো না কেটে গেছে অনেক দিন। নিঃসঙ্গ একাকীভাবে। আমার জন্য সৃষ্টিকর্তা কি কোনো নারীকে সৃষ্টি করেন নাই! যিনি হবেন আমার জীবনসঙ্গী যাকে নিয়ে সৃষ্টি করবো নতুন পৃথিবী। সুন্দর একটা মন আছে বিলিয়ে দেবো নিঃস্বার্থভাবে। সুন্দর মনের মানুষই সবচেয়ে সুন্দর। কেউ কি আছেন যিনি নিজেকে সুন্দর মনের অধিকারিণী মনে করেন? তাহলে চলে আসুন আমার রাজ্যে। আমরা সুন্দরে সুন্দরে স্নাত হই বন্ধুত্বের বিশাল সাগরে। আমি অপেক্ষায় থাকলাম সুন্দর মনের বান্ধবীর পথ চেয়ে।

আকরাম, প্রযত্নে : ইউসুফ সওদাগর
(দোকান), ফৌজদার হাট রেল স্টেশন
পো : ভাটিয়ারী, থানা : সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম